বান্ধবীর মেয়ে

মনজিলুর রহমান

ঘাড়ের উপর গামছা ফেলে কলপাড়ের দিকে এগিয়ে যেতেই কোমল কন্ঠে ভেসে এলো , মামা কলে পানি নেই । গতকাল সিটি কর্পোরেশন থেকে জানিয়েছে , পানির লাইনে আমাদের কাছাকাছি কোথাও কাজ করবে তাই আজ সকাল ন'টা থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত এ এলাকায় পানি সরবরাহ স্থগিত থাকবে । আমি পুকুর থেকে আপনার জন্যে পরিস্কার পানি নিয়ে এসেছি বাল-তিটা এদিকে দেন তাতে ঢেলে দিচ্ছি ।পিছন ফিরে তাকাতেই দেখি এক যুবতি মেয়ে কলসি কাঁখে দাড়িয়ে আছে । হঠাৎ তাকে দেখে মনের ভিতর ছাৎ করে উঠল । মেয়েটা কে ? অবিকল বেয়াইন শিরীনার প্রতিচ্ছবি ! তার মেয়ে না তো ? তার আপাদমস্তক আমি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলাম । তার দিকে অমন করে তাকাতে সে লজ্জা পেয়ে গেল । মাথা নিচু করে জিজ্ঞাস করল , আপনার হাত মুখ ধোয়া হয়েছে , আরেক কলস পানি আনব কি ? আমি বললাম, না , ঠিক আছে । থ্যাংক ইউ । আমার জবাব শোনার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা হাওয়া হয়ে গেল ।

এটা আমার মেজো বোনের বাড়ি । বোনদের মধ্যে সে মেজো , তাই ছোট ভাই বোনের তাকে মেজো দিদি বলে ডাকি । আমাদের আট ভাই বোনের এক বিরাট বহর । এই বহরের একমাত্র আমি প্রবাসে আর বাকিরা সব স্বদেশে বসবাস করে । মা এবং ছোট ভাই থাকে গ্রামের বাড়ি কচুয়ায় , বড় ভাই দিনাজপুর , মেজো ভাই নেভাল অফিসার ,আছেন খুলনার বি এন এস তিতুমীরে । স্বস্ত্রীক থাকেন খুলনায়। আর আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় । ফি বছর না হলেও অন্তত কয়েক বছর পর পর মাতৃভূমির টানে দেশে যাওয়া হয় । এই তো মাস তিনেকের জন্য বেড়াতে এসেছি আবার ফিরে যেতে হবে প্রবাসে ।

হাত মুখ ধুয়ে ঘরে আসতেই ডাইনিং টেবিল থেকে দুলাভাই ডাক দিল, সেজেভাই এদিকে এসো । চার ভাইয়ের মধ্যে আমি সেজো । তাই ছোট ভাই বোনেরা আমায় সেজে ভাই বলে ডাকে । বয়সে ছোট হলেও দুলাভাই মাঝে মাঝে আদর করে সেজে ভাই ডাকে । খাবার টেবিলে কচি মুরগীর ঝোল ও সেমাই পিঠা বেড়ে মেজদি' অপেক্ষা করছে । আমার স্ত্রী এবং ছেলে মেয়েরা খেতে বসেছে । চিকেন কারী ও সেমাই পিঠা আমার খুব প্রিয় খাবার । এই সেমাই পিঠা শীতকালে খেজুর রসে অথবা চিনির সিরায় সুস্বাদু পিঠার পায়েসও রান্না করা হয় । তবে খেজুর রসের পায়েসটা অত্যন্ত সুস্বাদু । আজও মনে পড়ে

ছেলেবেলায় পৌষের সেই সকালে মা রান্না করতেন খেজুর রসে সেমাই পিঠার পায়েস ,গরম গরম খেয়ে স্কুলে চলে যেতাম মায়ের হাতের রান্না , কি মজা ! সে কথা মনে পড়লে আজও জিহ্বে জল এসে যায় । আমি একটু ভোজন বিলাসী দিদির বাড়ি এলে চিকেন কারী ও সেমাই পিঠা বানাতে কখনও আবহেলা করত না । আগেরবার যখন দেশে এসেছিলাম এই পিঠা তৈরীর একটা মেসিন সুদুর আমেরিকায়ও বয়ে নিয়ে গেছি । খেতে খেতে ইচ্ছা করছিল দিদির কাছে একবার জিজ্ঞাস করি , অবিকল শিরীনার মত দেখতে ঐ মেয়েটা কে ? শিরীনার প্রসঙ্গ উঠে আসবে ভেবে কথাটা চেপে গেলাম । আমেরিকায় প্রবাসী হবার পূর্বে শিরীনাকে যে আমি ভালবাসতাম এটা দিদির গোচরে ছিল । তার ননদের সাথে আমার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠুক এটা তার পছন্দ ছিলনা । সে ভারী ঠোঁট কাটা হয়তো বলে বসবে , “ তুই শিরীনাকে আজও ভুলতে পারিসনে ” আমার স্ত্রীর সামনে এমনটি যদি বলে ফেলে তো , মাঠে মারা । জানি সে বলবে না তবুও চোরের মন পুলিশ পুলিশ যদি বলে বসে । তাই মেয়েটি সম্পর্কে কৌতুহলী জিগীষা আপাততঃ রহিত হলো ।

আমি যখন হাই স্কুলে পড়ি তখন পাশের গ্রামে মেজো দিদির বিয়ে হয় । দুলাভাই তখন খুলনা আযম খান কমার্স কলেজে ইন্টারমেডিটের ছাত্র । তারা দুইভাই, দুই বোন । বড়ভাই আব্দুল জলিল বিয়ে করে স্বামী স্ত্রী আলাদা থাকেন । বড় বোন সায়েরাও স্বামী সংসার নিয়ে শ্বশুর বাড়ি আছেন । দুলাভাইর বাবা নেই । তিনি মারা গেছেন । শ্বাশুরী , ছোট ননদ শিরীনা ও বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে দিদি থাকতেন তার শ্বশুর বাড়ি । দুলাভাই লেখা পড়া শেষ করে খুলনায়ই সেটেল হয়েছেন । সম্প্রতি তিনি একটি বাড়িও করেছেন খুলনায়। বাড়ি ঘর না করা পর্যন্ত দিদি তার শ্বশুর বাড়ি খলিশাখালী বসবাস করত । এখন সবাই মিলে নিজেদের বাড়ি খুলনায়ই থাকেন।

স্কুল মাধ্যমিক পাশ করে ভর্তি হলাম খুলনা এম এম সিটি কলেজে । থাকি কলেজ হোস্টেলে । দুলাভাই ইতিমধ্যে মাষ্টার্স শেষ করে চাকরি নিয়েছেন ব্যাংকে , তিনি এখন রীতিমত একজন ব্যাংকার । থাকেন খালিশপুর ব্যাংক কলোনীতে ।

শিরীনা সেবার ক্লাস নাইনের ছাত্রী । উঠতি যৌবনা , যেন কদমকলি । এবং দেখতেও ভারী সুন্দরী । আমার সাথে আগে সে বেশ কথা বলত আর এখন খুব কম কথা বলে । নিজেকে যেন লুকিয়ে রাখতে চায় । সে নিজেকে যতই লুকাক না কেন তার সে লুকোচুরি খেলায় আমি যেন ধরা পড়ে গেছি । অছিলা পেলেই দিদির বাড়ি যেয়ে উঠতাম ।

কলেজ ছুটির ফাঁকে এক উয়িকেন্ডে বাড়ি গিয়েছি । খুলনায় ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছি এমন সময় মা বললেন, যাবার পথে একবার তোর মেজদি’র বাড়ি হয়ে যাস। সে তোকে যেতে বলেছে ।

সকাল ন’টার দিকে দিদির বাড়ি পৌঁছলাম । তাকে ঘরে পেলাম না । ভাবলাম এত সাজ সকালে কোথায় যেতে পারে ? নিশ্চয় রাতের বাসি থালা বাসন ধুতে পুকুরে যেতে পারে ।

আমার ধারণা ঠিক । কাজের মেয়েটা ঘাটের নিচে থালা বাসন মাজছে , শিরীনা স্কুলে যাবার উদ্দেশ্যে গোসল শেষে ঘাটে ভিজা কাপড় পাল্টাছে । আর দিদিও সেখানে বসে বসে তাদের সাথে গল্প করছে । আমাকে দেখা মাত্র শিরীনা লজ্জা পেয়ে ওমা বলে এক দৌড়ে গোসল খানার ভিতরে লুকালো । দিদি বলে উঠলো , কিরে শিরী চিৎকার দিয়ে দৌড় দিলি যে ; এই সাজ সকালে বাঘ - ভাল্লুক দেখলি নাকি ?

বাঘও না , ভাল্লুকও না ডাকাত ! চেয়ে দেখ তোমার পিছনে কে ?

ফিরে চেয়ে দেখে আমি ।

কিরে এই সাজ সকালে !

হ্যাঁ, আসলাম তো । তুমি নাকি আসতে বলেছ ? আরো বললাম , বাঘ ভল্লুক ,ডাকাত কিছুই না , চোর !

তার মানে ?

মানে পরিস্কার । তোমার ননদের ঘরে চোর ঢুকেছে , চোর।

চোর টোর কিছু বুঝি না । তুই আমার ননদের পিছে লাগবি না ।

বারে আমি তার পিছু লাগলাম কই ? কেউ যদি গোসলখানা রেখে বাইরে এসে কাপড় বদলায় , আর তাতে যদি কারো চোখ পড়ে সে দোষটা কার ? চোখের নজরে তো আর তালা দিয়ে রাখা যায় না । তাছাড়া তোমার ননদ যা সুন্দরী এর পরে আবার গতরখালী ! তুমি তোমার ননদরে আগলে রেখ তাহলে সে দিকে কারো নজর পড়বে না । “ হাগনেওয়ালার দোষ নেই দেখনেওয়ালার দোষ !” তা কেমনে হয় ?

না , আমি আমার ননদরে আগলে রাখব না । তুই সাবধানে থাকিস ?

না থাকলে কি হবে ?

কি হবে ? তোর গলায় ওকে ঝুলিয়ে দেব । বুঝলি ?

গোসলখানার ভিতরে এতক্ষণে শিরীনা ভিজা কাপড় ছেড়ে আরেক সেট শালওয়ার কামিজ পড়েছে । ভাই বোনের ঝগড়ার ফাইনাল রেজাল্টটা শুনে লজ্জা রাঙা মুখে গোসলখানা থেকে বের হয়ে শিরীনা দিল দৌড় । দৌড়ের মাথায় বলে গেল তোমার ভাইয়ের গলায় ঝুললে তো !

এ ঘটনার পর শিরীনার সাথে দেখা হলে মাথা নিচু করে কোমল বদনখানি ভার করে চলে যেত । মান নাকি গোস্বা কিছুই বোঝা যায়নি । আমায় লক্ষ্য করে তার শেষকথাটি হয়েছে সেদিন, যেদিন আমি আমেরিকা আসার উদ্দেশ্যে দিদির বাড়িতে গিয়ে-ছিলাম বিদায় বার্তা জানাতে । কথাটি ছিল এমন, “ এ্যামেরিকা যেয়ে সাদা চামড়ার মেম সাহেবদের দেখে আমাদের যেন ভুলে না যান । মাঝে মাঝে চিঠি পত্র দিয়েন । ”

সেবার শিরীনা স্কুল মাধ্যমিক পাশ করে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে কচুয়া কলেজে ভর্তি হয়েছে । এ সময় আমি এল এল বি-র ছাত্র । ইউ এস গভর্নমেন্ট ডাইভার্সিটি প্রোগামে সে দেশে গমনের একটা লটারী ভিসার ঘোষণা দেয় । যার নাম ছিল ওপি -১ । এ সময়ে আমেরিকা গমনে ইচ্ছুকদের ওপি-১ লটারী ভিসা বিজয়ের উদ্দেশ্যে দরখাস্ত করার হিরিক পড়ে যায় । একদিন দুলাভাই ডেকে বলল, সেজে ভাই সবাই তো ওপি -১ এ দরখাস্ত করছে , তুমিও একটা করে দাও । ভাগ্যসুপ্রসন্ন হলে হতেও পার বিজয়ীদের একজন । তারই পরামর্শে দিলাম একটা দরখাস্ত করে । ভাগ্য ছিল আমার অনুকূলে একদিন দেখলাম ডাকযোগে বিজয়ী টিকিটটা আমার হাতে এসে পৌঁছে গেছে । এবার আমেরিকা যাবার প্রস্তুতি ।

বছর তিনেক হলো আমেরিকা এসেছি । কিন্তু ; কখনও শিরীনার কাছে চিঠি-পত্র লেখা হয়নি । যেহেতু আমি তাকে মনে মনে ভালবাসলেও তার মনের ভাবটা ছিল আমার অজানা । তিন বছর পর হঠাৎ তার একটা চিঠি ,চিঠির সারমর্ম ছিল এমন , “ ভাই ভাবী আমার জন্য ছেলে দেখছে । ভাবী তো বলেছিল তোমার গলায় আমায় ঝুলায়ে দিবে ; তবে কার জন্যে এই ছেলে খোঁজা ! আমি যে তোমারই প্রতিক্ষায় দিনগুনি । তাড়াতাড়ি দেশে এসে এর একটা বিধিব্যবস্থা করো , নইলে অন্য কারো গলায় ঝুলিয়ে দেবে আমার মনটা যে সেই কবে তোমার গলায় ঝুলে রয়েছে সে কি তুমি জান না ! ”

বিদেশে আসা যতটা সহজ , দেশে ফেরাটা তত

সহজ নয় । তাই তার সে ডাকে তাড়াতাড়ি সাড়া দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনি ।

বাংলাদেশের রক্ষণশীল সমাজে এদেশের ছেলে মেয়েরা তাদের অভিভাকদের মর্জির উপর নির্ভর শীল । একজোড়া যুবক যুবতীর বিবাহ পূর্ব ভাল লাগা ভালবাসা তারা প্রকাশ করতে পারে না । প্রকাশ করলেও অনেকক্ষেত্রে তা উপেক্ষিত । শিরীনার বেলায়ও ঘটে তাই । তার আর অপেক্ষা করা হলো না । একদিন জানলাম শিরীনার বিয়ে হয়ে গেছে । এখন সে তিন সন্তানের জননী ।

দেড় যুগের ও বেশী আমেরিকায় আছি । ফি বছর না হলেও অন্তত কয়েক বছর পর পর মা ও মাতৃভূমির টানে দেশে বেড়াতে যাওয়া হয় । আর যখনই গিয়েছি আধুনিক দুনিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে আমার প্রিয় দেশটিতেও বেশ পরির্বতন এসেছে । রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থায় জনজীবনে আমুল পরির্বতন হয়েছে । পাকশীর কাছে পদ্মায় লালন শাহ ব্রীজ , যমুনা ব্রীজ , খুলনার রূপসা নদীতে খানজাহান আলী ব্রীজ আমার হোমটাউন বাগেরহাটের দড়াটানায়ও ব্রীজ হয়েছে । যে দড়াটানার খরস্রোতে খেয়া পারাপারে আমরা থাকতাম তটস্থ । একবার তো কলেজ থেকে ফেবার পথে খেয়াড়ুবীতে বই খাতা হারিয়ে খালিহাতে বাড়ি ফিরলাম । সরকার নিয় ন্ত্রীত একটি মাত্র টেলিভিশন কেন্দ্র , বিটিভি । এখন ৫/৭টা বেসরকারী রেডিও টেলিভিশন কেন্দ্র । ঘরে ঘরে টিভি ফ্রিজ । সেই নব্বইয়ের দশকে মার সাথে টেলিফোনে কথা বলতে তাকে ডেকে নিয়ে আসতে হতো জেলা অথবা উপজেলসদরে । আর এখন প্রত্যেকের পকেটে পকেটে মোবাইল ফোন । আরো কত কি ?

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে সভ্যতা যখন সামনের দিকে জানি না আমার মেজো দুলাভাই কোন দিকে ?

আগের বার যখন দেশে গেলাম দেখলাম দুলাভাই প্যান্ট সার্ট ছেড়ে পাজামা পাঞ্জাবী ধরেছে । অফিস থেকে ফিরেই দৌড়াচ্ছে মসজিদে । আগে যিনি ক্লিন সেভ করতেন এখন তার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি ।

আর এবার দেখা গেল আরেক চিত্র । বাড়ির পিছনে বড় বড় দু'টো দুধের গাভী বাঁধা । তাদের জন্য রীতিমত গোয়াল ঘর, খড়ের পালা । গাভী দু'টো দেখভাল করার জন্য একটা ছেলেও রয়েছে । এসব কান্ডকারখানা দেখে দিদিকে জিজ্ঞেস করলাম , দুলাভাই কি তার পেশা পরির্বতন করেছে ; ব্যাংকারের পরিবর্তে সে কি এখন গোয়ালার খাতায় তার নাম রেজিষ্ট্রেশন করায়েছে নাকি ?

আর বলিসনে , বছর কয়েক আগের ঘটনা , তোর দুলাভাই বাজার থেকে দুধ কিনে এনেছে দুধটুকু ছেকে জ্বালাতে গিয়ে দেখি তাতে শামুকের নূড়ি , এ রকম কয়েকবার পেয়েছি শামুকের নূড়ি , ডানকিনে মাছের পোনা প্রভৃতি। সে সিদ্ধান্ত নিল বাজার থেকে আর দুধ কিনবে না । একদিন দেখি শাহপুরের বাজার থেকে ওই গাই দু'টো নিয়ে হাজির । তার পরে থেকেই এই গরু ।

মেজদি'র তিনটা ছেলে কোন মেয়ে সন্তান নেই । বড় ছেলেটা সেনাবাহিনীতে , বউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে চিটাগাং না বান্দরবন আছে । মেজোটা ঢাকা ইউনির্ভাসিটি থেকে পাশ করে এক সর্তীকে বিয়ে করে ঢাকাতেই থাকে । শুনেছি বেশ ভাল চাকুরিও পেয়েছে । আর ছোটটা আরিফ লেখা পড়ায় ডাব্বা মারায় দুলাভাই তাকে মালায়েশিয়া পাঠায়ে দিয়েছে । সে সেখানে কঠোর পরিশ্রম করছে । বেচারা আরিফ আদরের ভাগ্নে । এবার দেশে গিয়ে তার সাথে দেখা হয়নি । তাকে ভীষণ মিস করছি। তার কথা ছিল , " মামা অনেকদিন যাবৎ দেশের বাইরে কখন কোথায় কোন চাঁদাপাট্টি, ঠকবাজের পাল্লায় পড়ে যায় তাই সে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় সব সময় পাশে পাশে থাকত ।"

রাতে দোতালার এক রুমে আমার শোবার জায়গা হলো । ভ্যাপসা গরম মাথার উপর সিলিং ফ্যানটি ভো ভো করে বাতাস দিচ্ছে । অভুক্ত কয়েকটা মশা কানের কাছ থেকে গুনগুনিয়ে গান গেয়ে গেল । তাদের হত্যার উদ্দেশ্য দিদি খাটের পাশে কয়েকটা কয়েল জ্বালিয়ে দিল । আরো বলল , " তোমাদের এয়ারকন্ডিশন চালিয়ে ঘুমান অভ্যাস আমাদের এখানে কি ভাল ঘুম হবে ? জানালাটা খুলে দেই প্রকৃতির সুন্দর ঠান্ডা হাওয়া আসবে ।"এ রুম থেকে পশ্চিমের আকাশটা দেখা দেখা যাচ্ছে নারিকেল গাছের ফাঁক ফোকর দিয়ে জোসনার আলো এসে ঘরে ঢুকে পড়েছে । জোসনার আলো আর বৈদ্যুতিক আলোতে মিশে একাকার হয়ে আছে ফক ফকা জোৎস্না । আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে শুয়ে জোৎসনা দেখছি । লাউয়ের ডগায় ,গাছের ডালে , নারকেল গাছের পাতার পাতায় জোৎস্না খেলে যাচ্ছে । কি সুন্দর লাগছে আমার বাংলাদেশ ! কতদিন এমন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা হয় না ।

এমন সময় ছাদের দিক থেকে করুণ শুরে ভেসে আসছে ,
আয় খুকু আয়
আয়রে আমার কাছে
আয় মা মনি ••••••••।
মূহুর্তে জোসনা দেখার মোহটা কেটে গেল। আরো একটু খেয়াল করে শুনতে চেষ্টা করলাম একি কেউ সত্যি সত্যি গান গাইছে নাকি কাঁদছে । না, না, এ দেখি কান্নার শব্দ । শব্দটা ক্রমশঃ ভারী হয়ে আসছে ।এত রাতে ছাদে বসে কে এমন করে কাঁদে ! তাও নারী কন্ঠ !

তখনই অন্য একটা কথা ভেবে গা কাঁটা দিয়ে উঠল । এ রকম প্রখর জোৎসনায় অলৌকিক সব কান্ডকারখানা ঘটে গ্রাম গন্জে । জোৎসনায় মত্ত হয়ে পরিস্তান থেকে নেমে আসে মাটির পৃথিবীতে পরীরা । হেসে খেলে বেড়ায় নির্জন মাঠে ময়দানে কিংবা গাছপালার বনে । ভুল করে কোন কোন মানুষ দেখে ফেলে তাদের । আবার কখন ও কখন ও নিজারাই তারা নানা রূপ ধরে কেঁদে কেটে গান গেয়ে কিংবা নানা সুরে ডাক দিয়ে মানুষের মনযোগ আর্কষন করে । এটা গাঁও গ্রামের গল্প । আমি আমেরিকায় থাকি আমরা এ সব রূপকথার কাহিনী বিশ্বাস করি না । বাস্তবটাই সত্য । বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম , তবুও কেমন জানি ভয় ভয় লাগছে দিদিকে ডাক দিব কিনা ?

বেচারা আরিফ তুই এখন মালায়েশিয়া ! এমন পরিস্থিতিতে তোকে ভীষণ মনে পড়ছে , বাবা ! সে বাড়িতে থাকলে কাউকে দরকার হতো না । একটু ইংগিত দিলেই হাজির হয়ে যেত সে। না , দিদি বা দুলাভাইকে ডাকার দরকার কি ? দেখে আসি নিজেই ।

সিড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে ছাদে উঠছি । ছাদে যাওয়ার দরজার খিরকিটা আস্তে করে খুললাম । দেখা গেল দরজার ঠিক বিপরীত দিকে ছাদের কোনায় বসে একটি মেয়ে কোলে একটি পুতুল । পুতুলটাকে আদর করছে আর করুণ কণ্ঠে কাদঁছে । আমি ছোট্ট করে একটি কাশি দিলাম । আমার গলার আওয়াজ টের পাওয়া মাত্র সে ওই দিকের সিড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে গেল । মনে হলো প্রথম দিন কলপাড়ে যে মেয়েটি দেখেছিলাম যেন সে । বিছানায় এসে শুয়ে শুয়ে নিজেকে প্রশ্ন

করলাম রাত বিরাতে মেয়েটা অমন করে কাঁদছে কেন ? নিশ্চয় বড় একটা শোক আছে ওর অন্তরে । ঠিক আছে কাল সকালে দিদির কাছে জিজ্ঞেস

করব কি ?

সকালে নাস্তার টেবিলে বসে রাতের ঘটনা বিস্তারিত জানিয়ে দিদিকে জিজ্ঞেস করলাম ,ব্যপারটা কি ?

ওতো আমাদের শিল্পী ।

শিল্পী ? তোমাদের শিল্পীরা রাতে এমন ভাবে গান গায় নাকি !

না , না এ শিল্পী গানের শিল্পী নয় । আমার ননদ শিরীনার মেয়ে ।

শিরীনার মেয়ে ? সে অমন ভাবে গভীর রাতে কাঁদছে কেন?
সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস নিয়ে বলল , সে এক করুণ কাহিনী । ভারী লক্ষী মেয়ে শিল্পী । সে যখন ক্লাশ এইটে পড়ে ওর বাবা গোধরল মেয়েকে আর পড়াবে না বিয়ে দিয়ে দিবে । তোর দুলাভাই বলল , আরো দু'টো বছর যাক অন্তত হাই স্কুলটা পাশ করুক । তার বাবা বলল, হাই স্কুল পাশ করলে আবার বলবেন, হাই স্কুল পাশ করেছে কলেজেও একবার যাক । মেয়েদের আসল কর্মক্ষেত্র তার সংসার কলেজ ভার্সিটি পড়ে কি লাভ ? তাতে আরো খারাপ হয়ে যায় । পর্দা থাকে না । এটা ধর্মের বরখেলাপ ইত্যাদি ইত্যাদি । যার মেয়ে সে যদি বিয়ে দিতে চায় আমাদের তো আর বাঁধা দেওয়া চলে না । লাখ খানেক টাকা খরচ করে পাশের গ্রামের মফিজ উদ্দিনের বেকার ছেলের সাথে মেয়েটার বিয়ে দেয় । বছর না ঘুরতেই শিল্পী এক মেয়ে সন্তানের মা হয়ে যায় । জামাইটা এক বদমায়েশ । চাকুরিতে ঘুষের নাম করে মাঝে মাঝে টাকা দিতে হতো । না দিলে মেয়েটাকে নির্যাতন করে বাপের বাড়ি পাঠায়ে দিত ।

এই তো তুই আসার কিছুদিন আগে হারামজাদা বায়না ধরল তাকে মোবাইল ফোন কিনে দিতে হবে তার জন্য তার চাই বিশ হাজার টাকা । ওর বাবা বলল , বেকার ছেলে মোবাইল দিয়ে কি করবে ? সে দিতে অস্বীকার করল । তাছাড়া নিত্যদিন অতটাকা পাবে কোথায় ?

কয়েক দিন পর খবর এলো মেয়েটাকে পিটায়ে বিছান লাগা করে দিয়েছে । তোর দুলাভাই আর শিল্পীর বাবা সে বাড়িতে গিয়ে দেখে মেয়েটা আধমরা হয়ে পড়ে আছে বিছানায়। কারো সাহায্য ছাড়া উঠে দাঁড়াতে পারে না । তাকে তোর দুলাভাই কোলে তুলে ভ্যান গাড়িতে করে খুলনায় নিয়ে এসে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয় । পনের বিশ দিনের মত সেখানে ছিল। সেই থেকে শিল্পী আমাদের এখানে আছে । সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাকে আর ওবাড়িতে দিবে না । একটা মেয়েও আছে তার , সেই মেয়েটার জন্য মাঝে মাঝে রাত বিরাতে অমন করে কাঁদে । কি কসাই ? এমন ভাবে কি নিজের বউকে মারে ? যা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না ! তুই দেখবি ?

এমন সময় শিল্পী বাইরে হাঁস মুরগীগুলোর পরিচর্যা করতে ছিল । মেজদি' তাকে ডাক দেয় ।

শিল্পী এদিকে আয় তো মা !

আমাকে ডেকেছেন মামীমা ?

হ্যাঁ ।

লজ্জা রাঙা মুখে সে এসে দিদির গা ঘেসে দাঁড়ায় ।

তোর পিঠটা দেখাতো মামাকে ।

পিঠের শাড়ী সরাতে ইতস্ততঃ করছিল সে।

লজ্জা কিসের ? সে তো তোর মামা , দিদি বলল।

শাড়ীর নিচে আঘাতের সে দাগ গুলো এখনও পিঠে দগদগে হয়ে আছে । সত্যিই অমানবিক । সেদিকে তাকান যায় না ।

আমার বুকের মধ্যে বেশ জোরে একটা ঝাকুনি খেলো । সে তো হতে পারত আমারই মেয়ে ! কি দূভার্গ্য নিয়ে জন্মেছে আমাদের শিল্পীরা । দুর্বৃত্তরা তাদের মেড়ে হাড়গুড়ো করে দিচ্ছে , মুখ পুড়িয়ে দিচ্ছে এসিডে কিন্তু তাদের পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই । থাকলে এভাবে পার পেত না দুর্বৃত্তরা । রাত দুপুরে ছাদে বসে কাঁদত না আমাদের শিল্পীরা।

আটলান্টা , জর্জিয়া
০৮/০৮/০৮

লেখকের ই-মেইল :
smrahman@bellsouth.net